গোপনে নিরাপদে ওয়েব সার্ফ করা

লুৎফুন্নেছা রহমান

খোলা আকাশের নিচে আপনি যতই উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকবেন, কেউ তা শুনবে না। তবে ওয়েবে যদি মৃদুস্বরে ফিসফিস করে কথা বলতে থাকেন, তাহলে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজারের মাধ্যমে আপনি ট্র্যাক হয়ে যেতে পারেন আপনার অজান্তে এবং পরবর্তীকালে আপনার সব কর্মকাণ্ড তাদের কাছে রেকর্ড হতে থাকবে। এর ফলে আপনি যখনই কোনো ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন, তখন এর অপারেটর আপনার সাধারণ ফিজিক্যাল লোকেশন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বের করে ফেলতে পারে, আপনার ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারবে এবং ইনস্টল করবে অ্যাডভার্টাইজিং কুকি, যা আপনার ওয়েবের বিচরণ বা মুভমেন্টকে ট্র্যাক করতে থাকবে। এ ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আসলে তা সত্য। আপনার ডিজিটাল জীবনব্যবস্থা আপনার অজান্তে কেউ জেনে ফেলবে তা অনেকেই পছন্দ করেন না। তাই সরাসরি এগুলোকে থার্ড পার্টি টুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার যথাযথ পদক্ষেপ নেন এরা। এ লেখায় উল্লিখিত টুল এবং টিপ অনুসরণ করুন, যা আপনার আইপি অ্যাড্রেস লুকিয়ে রাখবে এবং ওয়েব সার্ফিংকে করা যায় শঙ্কামুক্ত।

যথার্থ জ্ঞান অর্জন

অনলাইন ছদ্মনাম বা অ্যানোনিমিটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করার আগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। প্রথমে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে অ্যানোমাইজিং প্রক্সি কাজ করে। এর ফলে আপনি জানতে পারবেন এদের উৎপত্তি বা সূত্রপাতসংশ্লিষ্ট বিষয়। যখন কেউ ওয়েবে ব্রাউজ করেন, তখন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে অ্যানোনিমাইজার। যদি আপনি সবকিছু ঠিকভাবে করেন, তাহলে টার্গেট ওয়েবসাইট অ্যানোনিমাইজিং সার্ভিস থেকে শুধু তথ্যগুলো দেখাবে, যাতে এটি আপনার হোম আইপি অ্যাড্রেস অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য শনাক্ত করতে পারবে না।

আপনি যে ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করছেন, আপনি কে সে সম্পর্কে এই ওয়েবসাইটের কোনো ধারণা নেই ঠিকই, তবে মধ্যস্থতাকারী ছদ্মবেশী ওয়েব সার্ভিস তথা অ্যানোনিমাইজিং ওয়েব সার্ভিস এ সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা রাখবে। আবার কিছু কিছু প্রক্সি সার্ভিস আছে, যেগুলো ব্যবহারকারীর অজান্তে তার সব ধরনের অনলাইন কার্যকলাপ তথা অ্যাক্টিভিটির সার্ভার লগ করে রাখে, যা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এজন্য কোনো প্রক্সি সার্ভিস বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভালো করে জেনে নেয়া খুবই জরুরি।

শুধু তাই নয়, ব্রাউজার প্লাগইনের মাধ্যমে স্টোর করা ডাটায় অ্যাক্সেস করতে পারে ওয়েবসাইট এবং আপনার প্রকৃত আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করার চেষ্টা করে। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে সবচেয়ে কুখ্যাত হলো মিডিয়া প্লেয়িং প্লাগইন যেমন ফ্ল্যাশ, যা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ডাটা সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে। সুতরাং ব্যবহারকারীর উচিত প্লাগইন মুক্ত ব্রাউজিংয়ে সুদৃঢ়ভাবে এঁটে থাকা, যদি আপনি নিজের পিসির জন্য থার্ড পার্টি প্রোগ্রাম শেয়ারিং তথ্য সম্পর্কে সচেতন হন।

ইচ্ছে করলে আপনি একই পিসিতে পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেকটি ব্রাউজার সেট করতে পারেন, যা পুরোপুরি ব্যবহার হতে পারে আপনার অ্যানোনিমাস তথা ছদ্মবেশী কার্যকলাপের জন্য। বেশিরভাগ অ্যানোনিমাইজার সার্ভিস ওয়েবসাইটগুলোকে বাইডিফল্টভাবে আপনার পিসিতে কুকিজ অনুমোদন করে। যদি আপনি প্রতিদিনের অনলাইন কার্যকলাপ এবং ব্রাউজিংকে অ্যানোনিমাস তথা ছদ্মবেশে রাখতে একই ব্রাউজার ব্যবহার করেন, তাহলে তত্ত্বীয়ভাবে ওয়েবসাইট ওইসব কুকি ব্যবহার করতে পারে আপনাকে শনাক্ত করার জন্য।

এ সমস্যাকে এড়ানোর জন্য একটি দ্বিতীয় ওয়েব ব্রাউজার ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় ক্রোম এবং ফায়ারফক্স। আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্রাউজার বেছে নেয়ার পর অ্যানোনিমাস ব্রাউজার সেটিং বদলে নিন যাতে প্রতিবার ব্রাউজার বন্ধ করার সময় কুকি মুছে যায়। ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে লোকাল ব্যবহারকারীরা গোপনে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে এ ভেবে যদি শঙ্কিত থাকেন, তাহলে ওয়েব ব্রাউজারের Private বা Incognite মোড ব্যবহার করার ব্যাপারটি নিশ্চিত করুন। এর ফলে কেউ আপনার ব্রাউজার ওপেন করতে পারলেও হিস্টোরি চেক করতে পারবে না এবং দেখতে পারবে না কোথায় আপনি আছেন।

সুতরাং এ কথা বলার অবকাশ রাখে না, ইউজারনেম/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে লগইন করলে ওয়েবসাইট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি অ্যানোনিমাইজার সার্ভিস ব্যবহার করছেন কিনা, তা বিবেচনা না এনে ট্র্যাক করবে। যদি আপনাকে ওয়েবসাইটে লগইন করতে হয় পরিপূর্ণ ফিচারে ট্যাপ করার জন্য। এজন্য দেখতে পারেন BugMeNot ফিচার।

ওয়েব প্রক্সি

বেনামে তথা অ্যানোনিমাসলি ওয়েব সার্ফ করার সবচেয়ে প্রাথমিক উপায় হলো ওয়েবভিত্তিক প্রক্সি ব্যবহার করা। যেমন প্রক্সি, অ্যানোনিমাস বা হাইড মাই অ্যাস। ওয়েব প্রক্সি সাধারণ এবং খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। এজন্য শুধু অ্যানোনিমাইজিং ওয়েবসাইটে মনোনিবেশ করুন এবং আপনি যে ওয়েবসাইটে বেনামিভাবে ভিজিট করতে চান, তার ইউআরএল টাইপ করুন। এজন্য কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সড ফিচার সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেমন আপনার কানেকশনকে এনক্রিপ্ট করার সক্ষমতা এবং বিজ্ঞাপন, কুকিজ এবং জাভাস্ক্রিপ্টকে ব্লক করার ক্ষমতা।

ওয়েব প্রক্সি সরাসরি কাজ করতে পারে এবং প্রায় সময় ফ্রি পাওয়া যায়। ওয়েব প্রক্সির সুবিধার পাশাপাশি কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। ডাটা নির্মম হতে পারে, কিছু কনটেন্টে অ্যাক্সেস করা যেমন ভিডিও, মিউজিক ইত্যাদিতে অ্যাক্সেস করা কঠিন হতে পারে। অনেক প্রক্সি সার্ভিস নিজেদের বিজ্ঞাপন ইন্টারজেক্ট করে এবং কিছু ওয়েবসাইট মোটেও প্রক্সি জুড়ে কাজ করতে পারে না।

ফ্রি ওয়েব প্রক্সি খুব সাধারণ হওয়ায় তেমন মূল্যবান না হলেও ডজনখানেক নতুন ফিচার প্রতিঘণ্টা ভিত্তিতে পপআপ হয়। এটি বলা কঠিন

যেকোনো জায়গা, যেকোনো বিষয় বা ব্যক্তি যা অনেককে আকৃষ্ট করার জন্য সেটআপ হয় এবং খারাপ লোকেরা গুপ্তভাবে আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর নজর রাখে যেহেতু আপনি প্রক্সি সার্ভারের মাধ্যমে শেয়ার করেন। অন্য কথায় বলা যায়, আপনার উচিত হবে না অনলাইন ব্যাংকিংয়ে সম্পৃক্ত হওয়া অথবা পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড ওয়েবসাইটে লগ করা যখন আপনি ওয়েব proxyespecially ব্যবহার করতে থাকবেন যদি কানেকশন এনক্রিপ্টেড না থাকে। তিন ধরনের ওয়েব প্রক্সি বিশ্বস্ত হিসেবে স্বীকৃত, যার প্রতিটি অফার করে পেইড গ্রাহকভিত্তিক সার্ভিস। Proxy.org এবং PublicProxyServers.com মেইনটেন করে ব্যাপক বিস্তৃত লিস্ট এবং নিয়মিতভাবে আপডেট করে ওয়েব প্রক্সি।

ম্যানুয়াল প্রক্সি সার্ভার

কিছু প্রক্সি সার্ভারের ওয়েবসাইট ইন্টারফেস তেমন সাধারণ ধরনের নয়। তারপরও আপনাকে বেনামে ব্রাউজিংয়ের জন্য তাদের সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ দেবে। এজন্য আপনার ওয়েব ব্রাউজারকে ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে হবে প্রক্সির আইপি অ্যাড্রেসের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। ওয়েবভিত্তিক প্রক্সির মতো আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন যাতে কেউ গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল তথ্য উন্মোচন করতে না পারে অথবা পাসওয়ার্ড দিতে পারেন। এ ধরনের কাজের জন্য সেরা হলো Hide My Ass এবং ProxyNova নামে দুই সক্রিয় সার্ভার। প্রতিটি ▸

স্বতন্ত্র প্রক্সির স্পিড, আপটাইম, উৎপত্তিস্থল বা দেশ এবং অ্যানোনিমিটি তথা ছদ্মনাম স্পষ্ট করে শনাক্ত করা থাকে। আপনি ইচ্ছে করলে একটি অ্যানোনিমাস বা হাই অ্যানোনিমাস প্রক্সি সার্ভার বেছে নিতে পারেন।

প্রক্সি সার্ভার বেছে নেয়ার পর আপনার ব্রাউজারকে কনফিগার করতে হয় এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। এ প্রক্রিয়াটি সহজ, তবে

ব্রাউজারের ওপর ভিত্তি করে সামান্য তারতম্য হতে পারে। নিচে বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার কনফিগার করার প্রক্রিয়া দেয়া হলো–

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৯ : নেভিগেট করুন Tools→Internet Options→Connections tab→LAN Settings, এবার Use a proxy server চেক করুন এবং প্রক্সি সার্ভারের জন্য পোর্ট এবং আইপি অ্যাড্রেস ইনফো এন্টার করে Ok-তে ক্লিক করুন। আপনি যে প্রক্সি বেছে নিয়েছেন, সেটা HTTP-এর পরিবর্তে যদি একটি সিকিউর বা SOCK কানেকশন ব্যবহার করে তাহলে Advanced অপশনে সেটিং এন্টার করুন।

ফায়ারফক্সের ক্ষেত্রে : Firefox বাটনে গিয়ে ক্লিক করুন Options→Advanced→ Network-এ। এরপর Connections-এর Settings বাটনে ক্লিক করুন।

ক্রোমের ক্ষেত্রে : Wrench আইকনে ক্লিক করে Show Advanced Settings→Change Proxy Settings-এ নেভিগেট করে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে যেভাবে কাজ করছেন তা অনুসরণ করে চলুন।

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কে আইপি অ্যাড্রেস লুকিয়ে রাখা

ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সেইসব ব্যবহারকারীর জন্য এক চমৎকার অপশন, যারা এখনো দ্রুতগতির কানেকশনে সম্পৃক্ত থেকে ছদ্মবেশে কাজ করতে পছন্দ করেন। প্রিমিয়াম ভিপিএন মেইনটেন করে ডেডিকেটেড প্রক্সি

সার্ভার তাদের ব্যবহারকারীর জন্য, নিজের জন্য নয়।

অনেক ভিপিএন আছে এবং ভার্চুয়ালি এগুলোর সবই আপনার আইডেন্টিটি ব্লক করে দেবে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে। তবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভিপিএন প্রোভাইডার সার্ভার লগ সুরক্ষিত রাখতে পারবে কিনা বিশেষ করে যারা ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে চান।

অন্যতম সেরা এবং সবচেয়ে সুপরিচিত ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হলো দি ওনিয়ন রাউটার (The Onion Router) বা টর (Tor)। টর নেটওয়ার্ক আগুনের মধ্যে কার্যকর থাকতে পারে, সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠাতে সক্ষম যেখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস রেস্ট্রিকটেড এবং জনগণের সাথে ডিজিটাল কমিউনিকেট করার সুযোগ করে দেয় যেখানে সরকার ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়। এছাড়াও পিসি এবং প্রক্সি সার্ভারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রক্সি সার্ভারকে আপনার ভিজিট করা কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটে কানেক্ট করে। টর আপনার ডাটা রিকোয়েস্টকে কয়েকটি র‍্যান্ডম টর সার্ভার রিলের মাধ্যমে বাউন্স করতে পারে। টর নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি লেয়ার রয়েছে কজ

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com